যুগান্তর

20 DEC 2005
পৃষ্ঠা ৪

বগুড়া কৃষি কলেজ ৩ বছর ধরে বন্ধ

বগুড়া ব্যুরো

বগুড়ায় স্থাপিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত একমাত্র 'বগুড়া কৃষি কলেজ' সরকারের অবহেলার কারণে গত ৩ বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। কয়েক লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরি নেয়া প্রায় সোয়া ২০০ শিক্ষক-কর্মচারী গত ৮ বছর ধরে বেতন-ভাতা না পাওয়ায় পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। লাখ লাখ টাকা মূল্যের কলেজের ফার্নিচার, যন্ত্রপাতি চুরি ও লুটপাট হয়েছে। বর্তমানে এলাকার লোকজন জমিতে চাষাবাদ ও দরজা-জানালা খুলে নিয়ে যাচ্ছে। সরকার থেকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও তা রক্ষা করা হয়নি।

ভুক্তভোগী শিক্ষক-কর্মচারীরা জানান, ১৯৯৭ সালের এপ্রিলে ডা. ইয়াসিন নামে এক সমাজসেবীর উদ্যোগে কৃষি প্রধান উত্তরাঞ্চলের বগুড়া শহরতলীর চকজোড়া রানীরহাট এলাকায় বগুড়া কৃষি কলেজ স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে তিনি মারা গেলে কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি হন সাবেক সংসদ সদস্য কামরুন নাহার পুতুল ও সেক্রেটারি খালেকুল ইসলাম বকুল। তারা অভিযোগ করেন, পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ ৪০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১ লাখ ২০ হাজার টাকা উৎকোচের বিনিময়ে শিক্ষক পদে ২৪ জন ও কর্মকর্তা-কর্মচারী পদে ২০০ জনকে নিয়োগ দেয়। পরের বছর কলেজটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। কিন্তু শিক্ষক-কর্মচারীরা টাকা খরচ করে চাকরি নিলেও তারা একটি পয়সাও বেতনভাতা পাননি। কলেজে অচলাবস্থা দেখা দেয়ায় ১৯৯৯-২০০১ সেশনে মোট ২৮০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষের ১৮০ জনকে ভর্তি করিয়ে নেয়। চতুর্থ বর্ষের অবশিষ্ট ১০০ শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। এদিকে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় এলে কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি তাকে অবহিত করেন। এরপর বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমির উপ-পরিচালক ড. আবদুর রশিদকে ডেপুটেশনে বগুড়া কৃষি কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এছাড়া ডিসিকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু এ কমিটি নতুন করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়ায় তাদের সঙ্গে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। তারা অনিয়মিতদের বাদ দিয়ে নিয়মিতদের নিয়োগ বৈধকরণের দাবি জানান। কিন্তু পরিচালনা কমিটি তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করায় ২০০২ সালে কিছু শিক্ষক-কর্মচারী আদালতের আশ্রয় নেন। আদালত থেকে নিয়োগ বন্ধ করে দেয়ার পর থেকে কলেজের সব কার্যক্রম অচল হয়ে রয়েছে।

আট বছর ধরে বেতন পাচ্ছেন না কর্মকর্তা-কর্মচারীরা

কর্মচারীরা জানান, কলেজে প্রায় ৬০ লাখ টাকা মূল্যের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও ২০ লাখ টাকা মূল্যের ফার্নিচার ছিল। এসবের এখন কিছুই নেই। স্থানীয় জনগণ কলেজের দরজা-জানালা খুলে নিয়ে যাচ্ছে। কলেজের কেনা নিজস্ব ১০ বিঘা জমিতে গ্রামবাসী চাষাবাদ করছে। বেকার শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সহায়-সম্বল বিক্রি করে চাকরি নিলেও আজ তাদের বেকার জীবনের গ্লানি বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। পাশাপাশি পরিবার-পরিজন নিয়ে তারা দীর্ঘ ৮ বছর মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন। তারা বগুড়ার একমাত্র কৃষি কলেজটি আবার চালু করতে প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সবার হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।